ইংরেজি ও গণিতে দুর্বলতা কাটাতে দক্ষ শিক্ষক তৈরি করুন

| ঢাকা , মঙ্গলবার, ০৮ মে ২০১৮

সেকেন্ডারি স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) ও সমমানের পরীক্ষায় গড়ে ৭৭ দশমিক ৭৭ শতাংশ শিক্ষার্থী পাস করেছে। পাসের হার বিবেচনায় গত ৯ বছরের মধ্যে এটাই সবচেয়ে খারাপ ফলের রেকর্ড। ২০০৯ সালে ৭০ দশমিক ৮৯ শতাংশ শিক্ষার্থী পাস করেছিল। এবার ফল খারাপ হওয়ার বড় কারণ হচ্ছে, পরীক্ষার্থীরা ইংরেজি ও গণিতে বেশি ফেল করেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সিলেট বোর্ডে গতবার যেখানে গণিতে পাসের হার ছিল ৯১ শতাংশের বেশি এবার সেখানে পাস করেছে ৭৬ শতাংশ। এ কারণে সিলেট বোর্ডের ফল এবার সবচেয়ে খারাপ হয়েছে। ঢাকা বোর্ডেও ইংরেজি ও গণিতে ফেলের হার বেড়েছে। এ দুটি বিষয়ে শহরের চেয়ে গ্রামের শিক্ষার্থীরা বেশি খারাপ করেছে।

পাবলিক পরীক্ষার ফলে বরাবরই ইংরেজি ও গণিত নেতিবাচক প্রভাব রাখে। প্রাথমিক থেকে শুরু করে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত এ প্রভাব দেখা যায়। বহু বছর ধরে চলে আসা এ সমস্যার যে গুণগত কোন সমাধান হয়েছে তা বলা যাবে না। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পাসের হার বাড়তে দেখে এটা ভাবার কারণ নেই যে শিক্ষার্থীরা ধীরে ধীরে ইংরেজি ও গণিতে দুর্বলতা কাটিয়ে উঠছে।

অভিযোগ রয়েছে, পাসের হার বাড়িয়ে দেখানোর জন্য শিক্ষার্থীদের অনেক দুর্বলতাই আড়াল করা হয়। পাসের হার বাড়িয়ে দেখার অপচর্চা শিক্ষার্থীদের ক্ষতিই করেছে। আশার কথা, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নে কিছুটা কঠোর হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের ইংরেজি ও গণিতে দুর্বলতার বড় কারণ হচ্ছে তারা এ দুটো বিষয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যথাযথ শিক্ষা পাচ্ছে না। বিদ্যালয়গুলোতে বিশেষ করে গ্রাম বা প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিদ্যালয়গুলোতে এ দুই বিষয়ের দক্ষ ও প্রশিক্ষিত শিক্ষকের অভাব রয়েছে। শহরের চিত্র গ্রামের চেয়ে তুলনামূলকভাবে ভালো। তবে শহরের খুব কম বিদ্যালয়েই এ বিষয়ে ভালো শিক্ষক রয়েছেন। ভালো শিক্ষক না থাকার বড় কারণ হচ্ছে, শিক্ষক পেশার মেধাবীদের আকৃষ্ট করা যাচ্ছে না। বেতন-ভাতাসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পর্যাপ্ত না হওয়ায় মেধাবীরা এ পেশায় আসতে উৎসাহ পাচ্ছে না। শিক্ষকতায় মেধাবীদের নিয়োগে বা কর্মরত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষতা বৃদ্ধিতে সরকারের তরফ থেকে ফলদায়ী কোন কার্যক্রম চোখে পড়ে না। শিক্ষা খাতে যে বরাদ্দ থাকে তার বড় অংশই ব্যয় হয় অবকাঠামো উন্নয়নে। পৃথিবীর অনেক দেশে শিক্ষকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান উঁচুতে। আর বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক বিবেচনায় শিক্ষকদের অবস্থান আমলাদের নিচে। মেধাবীদের শিক্ষকতা পেশায় আনা না গেলে, শিক্ষকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান দৃঢ় করা না

গেলে আর যাই হোক জ্ঞানে-বিজ্ঞানে উন্নত দেশ গড়া যাবে না। জ্ঞানে-বিজ্ঞানে উন্নত দেশ গড়তে হলে আগামী প্রজন্মকে গুণগত শিক্ষা দিতে হবে। দক্ষ ও যোগ্য শিক্ষকের অভাব দূর করতে হবে। মেধাবীদের শিক্ষকতা পেশায় আকৃষ্ট করতে এবং শিক্ষকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দিতে সরকারকে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে।